প্রতিবাদ প্রবাদ প্রতিম

অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

যতদিন পৃথিবীর বয়স ততদিন প্রতিবাদ। প্রতিবাদের বিস্ফারে মেঘ ভেঙে জল, প্রলয় ঝড়, সমুদ্রে কটাল, সুনামি, আয়লা, এক একটা বিধ্বংসী টর্নেডো, ফুসে ওঠা আগ্নেয়গিরি, ঘুমন্ত লাভার উদগীরণ, বিসুভিয়াসের অভিশাপ, প্রাকৃতিক বিরুদ্ধাচারণের অভিশাপ। কৃত্রিম মানব সভ্যতার অত্যাচারের প্রতিবাদ, আর যতদিন মানুষ ততদিন যুদ্ধ ত্রাস সন্ত্রাস হিংসা রক্তপাত ধর্মান্ধতা ধর্ষণ অন্যায় অবিচার বঞ্চনা ক্ষুধা ক্ষোভ দুর্ভিক্ষ মহামারী ভোগবাদের নয়া আস্তানা বিশ্বায়ন পণ্যায়নের এক এক অভিশপ্ত আগ্রাসমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রতিবাদ।

প্রতিবাদের পথ হাঁটাও অন্তহীন। মিছিলে স্লোগানে মশালে ফেষ্টুনে, উদ্যত মুঠিতে নিঃশব্দ মৌনতায় অনশনে ধর্নায়, মোমবাতির মৃদু শিখায় জনজোয়ারে, সাহিত্যে সংগীতে কবিতায় শিল্পকলা চিত্রে চলচিত্রে নাটকে এক এক স্বাধীন শিল্পসত্তা থেকে উঠে আসে প্রতিবাদ। সে প্রতিবাদ ছড়িয়ে যায় গণমানসে, গণপ্রতিবাদ গণপ্রতিরোধ গণকৃষ্টি গণসংগীত গণনাট্য বা গণবিপ্লবে। প্রতিবাদ তৈরী হতে থাকে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে রাজনৈতিক অরাজকতায় সামাজিক অবক্ষয়ের চুড়ান্ত অথবা মূল্যবোধ বা মানবিকতার শেষ বিন্দুও যখন তলানিতে এবং দেশের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক উত্থান পতনে।

ব্যক্তিমানসে তৈরী এ প্রতিবাদ যা প্রতিফলিত হয় শিল্প সাহিত্য কবিতায় তখন তা সমকালকে চিহ্নিত করেই হয়। কঠিন সময়ের দগ্ধ যন্ত্রনায় মুক্তির দিশায়।

সমগ্র বিশ্বের প্রতিবাদের পটভূমিতে স্বৈরতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ; ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সভ্যতার সংকটে যে ভাবে রবীন্দ্রনাথ, রোমাঁ রোলা, রাসেল, মায়াকোভাস্কি, লোরকা, নেরুদা, তেমনি ভাবে দেশের এক এক সংকটকালে প্রতিবাদ উঠে এসেছে সমকালীন কবিতায়। যদিও বহু বিতর্ক রয়েছে এই বিষয়টিতে। 'শিল্পের জন্য শিল্প', 'কবিতার জন্য কবিতা' এমন ভাবনায় রয়েছে বহুমত। এই সময়ের বিশিষ্ট কবি আলোক সরকারের অনুভবে 'সমকাল কবিকে প্রভাবান্বিত করে। লোভ দেখায়। বা সহজভাবেই সমকালের প্রবণতা, প্রবণতাগুলি কবিকে আলোড়িত করে। একজন কবির আত্মচিহ্নিত হবার প্রশ্নে সমকাল জাগ্রত শত্রু, পুরনো কাল বন্ধু হলেও হতে পারে।' সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে এ অনুভবের সঙ্গে দেখে নিই তার অনুভুতির কবিতা—'আমি যে দেখেছি তার বেদনাকে আমি যে জেনেছি তার হতাশাকে...।' অনুচ্চ অথচ গভীর সম্পৃক্ত এই স্বর উচ্চকিত প্রতিবাদের বিপরীতে থেকেও অনিবার্য সময় সচেতন।

এই অনুভবের পাশেই আরেক বিদগ্ধ কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর উচ্চারণে সময়ের স্বর কে শুনি, পরিবর্তিত এ সময়ের স্বর, তাঁর নিজস্ব উক্তিতে 'এই যে সময়টা চলছে

এবং আবহমান্। ১৮৯৫ এডভার্ড ম্যুন্খ-এর আঁকা 'দ্য স্কিম' সিরিজের ছবি, আতঙ্কিত এক একা মানুষ অন্তহীন এক রাস্তায় দাঁড়িয়ে এক অতলান্ত চিৎকারে ফেটে পড়ছে। সে ছবি এখন বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ গণহত্যা শিরচ্ছেদ ধর্ষণ মানববোমা বিস্ফোরণের প্রতিবাদ স্বরূপ এতটাই সমকালীন, যে সে ছবির নিলাম মূল্য ওঠে ৬০০ কোটিতে।

প্রতিবাদ চেতনা স্তর বিন্যাসে বহুমুখী। অন্ধকার যুগ থেকে আলোমুখী হওয়া সভ্যতার প্রথম উন্মেষ। আবার সেই সভ্যতা যখন সংকটে তখন পৃথিবীর বুকে অন্ধকার নেমে আসে যুদ্ধে সন্ত্রাসে, রক্তক্ষয়ী বিপ্লবে, মন্বন্তরে, অবক্ষয়ী মূল্যবোধে, বোধের বিপন্নতায়। মানুষই ঘনিয়ে তোলে এক্ অন্ধকার।

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা
(অদ্ভুত আঁধার এক)

নৈরাশ্য নৈরাজ্যের এমন প্রবাদ প্রতিম পংক্তি লিখলেন জীবনানন্দ দাশ। বাংলা কবিতার পরাবাস্তব চেতনার প্রবর্তক তিনি, অথচ তাঁর চেতনায় তখন তুমুল আলোড়ন কবিতায় প্রতিবাদ স্বরূপ হয়ে মগ্নচৈতন্যে অতলস্পর্শী, বাধ্য করে আত্মসমীক্ষায়।

তিরিশ থেকে চল্লিশের দশক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রেখে যাওয়া জখমের দাগগুলি মুছে যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধেয়ে চলা সময়, এবং তিরিশের অন্তিমে সে মহাযুদ্ধ। মহামারী দুর্ভিক্ষ বিশ্বময় এক নরকীয় ঘটনার অভিঘাত দেশকালগণ্ডী অতিক্রম করে মানব চেতনায় আঘাত হানলো। নাৎসী বাহিনীর ইহুদী নিধনের নৃশংস মারণযজ্ঞ হলোকস্ট থেকে উঠে আসা ভয়াবহ হতভাগ্য হাজার হাজার মৃতের আর্তনাদ। শতাব্দী চিহ্নিত হিরোশিমার আণবিক আঘাত। যে ভয়ঙ্কর পরমাণু বিক্রিয়ের প্রায় কোটি মানুষ মুহূর্তে দগ্ধ জ্বলন্ত গলন্ত শব হয়ে গেল অথবা বেঁচে রইল আণবিক অভিশপ্ত বিকৃত প্রজন্ম হয়ে।

চল্লিশের দশক দেশের এক ঐতিহাসিক সংকটকালের সময়। রক্তপাতের, দুর্ভিক্ষের, শিকড় উপড়ে ছিন্নমুল হওয়ার, দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতার, বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত সময়। যে সময়ের সংকটকাল মানুষকে গ্রাস করে নেয় অবক্ষয়ী মূল্যবোধের বিপন্নতায়। যাপন-চরিত ডুবে থাকে গতানুগতিক আচ্ছন্নতায়, ভোগ লিপ্সায়, মধ্যবিত্ত মানসিকতা যখন নৈরাশ্য সংশয়ে আবিল—

তিমির হননে তবু অগ্রসর হ'য়ে/আমরা কি তিমির বিলাসী?
আমরা তো তিমির বিনাশী হতে চাই/আমরা তো তিমির বিনাশী
(তিমির হননের গান)

শুধুমাত্র প্রবাদ প্রতিম পংক্তি নয় এ আমাদের আহত বিশ্বাস। যখনই চারপাশে অবক্ষয়, রক্তক্ষয়ে অচেনা হয়ে ওঠে সমসময়, তখন এই 'অদ্ভুত আধার' স্রষ্টার কাছে যাই সংশয় নিরসনে। যে সংশয় থেকে উচ্চারণ করি সেই অমোঘ পংক্তি—

দারুণ আলোড়িত সময়, আমার কবিতা তার অংশীদার হতে চেয়েছে।' কিছু পংক্তিতে সে অনুভূতি,

'মা তার ছেলেকে জন্মানোর আগে শেষ বার
আদর করছে, তার জন্মের পরেই তাকে ডেকে
নিয়ে যাবে মুক্তির সেনানী।'
'হাতে অরব প্রতিবাদের কালো রাখি কবির মিছিল যায়
শহর সন্ধ্যায়'

বলার অপেক্ষা রাখেনা আন্তর্জাতিক চেতনায় সমসময় কীভাবে প্রতিপাদ্য হতে থাকে এসব পংক্তিতে।

একটি দেশ রাষ্ট্র দশক কাল ইতিহাস এবং মানুষ যখন চিহ্নিত হয়ে যায় একটি দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধ বা রক্তক্ষয়ী বিপ্লবে, সন্ত্রাসের অগণন লাশে, তখন সমকালের শিল্প সাহিত্য অনিবার্য হয়ে ওঠে সময়ের স্বরকে আত্মসচেতনতায় জনগণমানসকে সজাগ করতে। জীবনানন্দের সেই কালাশ্রয়ী কালজয়ী প্রবাদে যা এক অভ্রান্ত ধ্রুবক—'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব...থেকে যায়...'

প্রতিবাদ যেভাবে ফরাসী বিপ্লবকে উজ্জীবিত করেছিল, বিদগ্ধ ফরাসী কবি সাহিত্যিকের রচনায়। আবার সে বিপ্লবের ব্যর্থতাও সাহিত্যে সাক্ষরিত হয়ে রয়েছে কালজয়ী উপন্যাস গল্প কবিতায়। মানবসভ্যতা ধ্বংসে।

যে ভাবে পিকাসোর গ্যের্নিকা। স্পেনের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে, ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কো, হিটলার, নাৎসীর ষড়যন্ত্রে টানা তিনদিনের বোমাবর্ষণে জ্বলন্ত শহর গ্যের্নিকা। হাজার মৃত্যুর যন্ত্রণাদগ্ধ আর্তনাদ দিশেহারা মৃত্যুর ছবি এঁকেছিলেন পিকাসো। রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিল এই শিল্পীর অবস্থান কিন্তু রাজনৈতিক চক্রান্ত্রের এ ঘৃণ্য হত্যাদৃশ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিবাদে উদ্‌ভ্রান্ত আহত তিনি এগারো ফিট লম্বা ক্যানভাস জুড়ে আঁকলেন সে বীভৎস যুদ্ধ হত্যা মৃত্যু ছবি, যা এক ঐতিহাসিক দলিল হয়ে আছে—যুদ্ধ প্রতি শিল্পে।

এমনি সমকালীন প্রতিবাদ শিল্পে মন্বন্তর দুর্ভিক্ষ দারিদ্র শোষণ, পরাধীনতার গ্লানি দ্বিতীয়ত বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত প্রবল আলোড়িত করেছিল ছবি এবং ভাস্কর্যকে। সোমনাথ হোড়, চিত্তপ্রসাদ, জয়নুল আবেদিন এঁদের প্রায় সমস্ত শিল্পকর্মই প্রতিবাদের পটভূমিতে। যে প্রতিবাদ উঠে আসে মনুষ্যত্বের বিপর্যয়ে অপমানে। যেভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত ইতিহাস উঠে এসেছিল শাহাবুদ্দিনের তীব্র তুলির টানে, ব্রাশের আঁচড়ে, পেশী ছিঁড়ে আসা যন্ত্রণার প্রতিবাদ মুক্তির আন্দোলনে।

বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসে রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশের অরাজকতায় শিল্পীর কবির ভূমিকা নির্ধারণ করে তার প্রতিবাদী সত্তার সত্যটুকু। যেখানে মিথ্যের কারচুপিতে প্রতিবাদ হয়ে ওঠে আরোপিত এবং তাৎক্ষণিক। একমাত্র আত্মিক সংযোগেই প্রতিবাদের কবিতা শিল্প সাহিত্য হয়ে ওঠে এক একটি স্ফুলিঙ্গ। যে আগুন জনমানসে জ্বেলে দেয় প্রতিবাদের মশাল। যা চিরায়ত

'পৃথিবীর গভীর গভীরতম অসুখ এখন'।

যা চারিয়েগেছে ছত্রাকের মতো সমাজের গভীর স্তরে, রাজনৈতিক ইন্ধনে, গণপ্রহারে, ধর্ষণে, আগ্রাসনে, মারণ যজ্ঞে। সংবাদ শিরোনামে মিছিলে স্লোগানে এই সব প্রবাদ প্রতিম পংক্তি-রা উদ্ধৃতির আড়ালে রক্তাক্ত হতে থাকে। সংশয় জাগে এই যে সভ্যতার আলো গায়ে মেখে জেনওয়াই প্রজন্ম বা নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যবিত্ত, শান্তিকল্যাণের জনগণ আমরা, আমরা কী অন্ধকারের বিলাস অথবা বিনাশের ফারাকটুকু মর্ম দিয়ে বুঝি?

এই নৈরাশ্য নৈরাজ্যের দশকেই তো বাংলা কবিতায় বাঁক বদলের শুরুয়াৎ। রোমান্টিকতা থেকে প্রতিবাদের প্রাত্যহিকতায় যখন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লেখেন—

'ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া
অখিল ক্ষুধায় শেষে নিজেকে খাবে?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।' (উটপাখী)

বিদেশী কাব্য কবিতে প্রভাবিত তিনি, কবিতার ধ্রুপদী বিশ্বাস থেকে সময়ের ভানুবতার আভাসকে সচেতন করলেন প্রবাদকল্প পংক্তিতে—'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?

যখনই নষ্ট সময়কে চিহ্নিত করি বা অন্যায়ের প্রতিবাদে উদাসীনতাকে সচেতন করি তখনই সতর্ক প্রবাদপংক্তির শরনিক্ষেপ কি অব্যর্থ হয়ে ওঠে না!

প্রতিবাদের কণ্ঠ বদলে যায় সময়ের দাবীতে। কিন্তু তার আবেদন চিরকালীন। এক এক কবির মনন হৃদয় চেতনা মথিত করে সে সব প্রতিবাদ। উদ্বেলিত আন্দোলনকে আহ্বাণ করলেন যে দীপ্তকণ্ঠে যেন আবহমানকে দাঁড়করিয়ে দিলেন যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের জনসমুদ্রে। যে দ্বিধাগ্রস্থ দুর্বলতাটুকু আমাদের অনেক সময় প্রতিবাদে প্রতিরোধে সামিল হতে সংশয়ী করে, অনেক অন্যায় অবিচার অত্যাচার, প্রতিবাদ প্রতিকার হীন হয়ে চোরাবালিতে হারিয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়া সে প্রতিবাদীসত্তার পুরুষাকারকে প্রবাদ কবিতায় সমকালীন করে দিলেন বিষ্ণু দে—

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার
হৃদয় আমার চড়া
চোরাবালি আমি দুরদিগন্তে ডাকি
কোথায় ঘোড়সওয়ার?...
হে প্রিয় আমার প্রিয়তম মোর,
আয়োজনে কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরুষকার?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার? (ঘোড়সওয়ার)

এই 'পুরুষকার' শুভচিন্তক শুভমানসের প্রতিবাদী সত্ত্বাটুকু যে বড় দরকার এই সময়, যদি অঙ্গীকার রাখে ঘোর মানবতার দুর্দিনে, পরিত্রাণের অঙ্গীকার।

এই পরিত্রাণের প্রামান্য অসংখ্য মানুষের মিছিল যখন পথ হাটে, জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে কী মনে হয় না অন্যায় স্বৈরাচার অত্যাচার মুক্তির সেই 'ঘোরসওয়ারে'র পদধ্বনি যেন শুনতে পাই। শুনতে পাই পায়ে পায়ে যে জনসমুদ্র আজকের আরব বসন্তে, তাহরির স্কোয়ার, তাকসিম স্কোয়ারে, অকুপাই ওয়ালা স্ট্রীট আন্দোলনে, নন্দীগ্রাম সিঙ্গুরের মিছিলে, নির্ভয়া কামদুনি অপরাচিতার প্রতিবাদে, শাহবাগ প্রজন্ম চত্বরে, সমসময়ের এক এক আন্দোলন এবং অঙ্গীকারের দায়বদ্ধতা থেকে উঠে আসে। এই সাইবার শাসিত বিশ্বে যে ঘোড়সওয়ার হয়ত কখনও কখনও হয়ে ওঠে ভার্চুয়াল কখনও প্রখর বিয়াল। বাস্তবের স্বপ্নভূমি।

প্রতিবাদের কণ্ঠ কখনও বলিষ্ঠ কখনও তির্যক কখনও মিষ্টিক। যখন নৈরাশ্য নৈরাজ্যের প্রতিবাদের ভিতর এক আশাবাদও কাজ করে, প্রতিবাদ প্রতিরোধে নৈরাশ্যের দিন কেটে যাবে, এ যেমন বৈজ্ঞানিক দর্শন, তেমনি আধ্যাত্মিক চেতনা যা শুভবোধকে প্রদীপ্ত করে সেই ভাব গ্রাহীতায় উত্তরাধুনিক কবি অমিয় চক্রবর্তী লেখেন, 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন'

মেলাবেন তিনি ঝেড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
এ ভাঙ্গা দরজাটা মেলাবেন... (সংগতি)

ধ্বসে পড়া মূল্যবোধ নিরাশা থেকে উত্তরণ, প্রখর বাস্তবের সঙ্গে চলতে চলতে যখন সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত তখন এই ঐশী প্রবাদ পংক্তি—বিজ্ঞান নির্ভর সাইবারশাসিত আধুনিকেও এক শুশ্রূষা, এক নিরাময় এক বিশ্বাস, আর এই বিশ্বাসটুকু বুকে নিয়েই তো বাঁচা।

প্রতিবাদ সব সময় সোচ্চার হয়না অথচ অগ্নিময় সময়কে অতিক্রম করতে গেলে আক্রান্ত হতেই হয়, হতে হয় ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত—

'আমাকে স্বস্তির কথা কে বলে?
আমার দিন আর রাতগুলোয় বাঘ নখ বসা।'

এই স্বস্তি-হীনতার উচ্চারণ অরুণ মিত্রের। ফরাসী ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত তিনি। অলংকার বর্জিত গদ্যে লেখা তাঁর কবিতা, উচ্চকিত নয়, কিন্তু অনিবার্য আগুনে পুড়ছে তাঁর রাত্রিদিন, যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছেন তিনি মানব সভ্যতার বিপর্যয়ে। তিরিশ চল্লিশের মধ্যবর্তী সময়ের কবি তিনি, ঘৃণ্য ফ্যাসীবাদ নাৎসীদের নারকীয় অত্যাচারের প্রতিরোধ প্রতিবাদে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকায়—

প্রাচীর পত্রে পড়োনি ইস্তাহার?
লাল অক্ষর আগুনের হলকায়...ঝলসাবে কাল জানো (ইস্তাহার)